بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

'অতিথিদের জন্য সুবিধা প্রদান করা এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা এবং তাদের প্রত্যেক কষ্ট দূরীভূত করা প্রতিটি কর্মচারীর অবশ্য কর্তব্য। যাদের গৃহে অতিথির আগমন ঘটছে তাদেরও উচিৎ রাত্রে অনর্থক কথাবার্তায় সময় না কাটিয়ে অধিক থেকে অধিকতর সময় এই দিনগুলিতে আল্লাহ্‌তাআলা ও তাঁর রসূলের স্মরণে অতিবাহিত করা'।

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ-এ প্রদত্ত ১৪ই আগষ্ট, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন,- আল্লাহ্‌তালার ফজলে আগামী শুক্রবার হতে যুক্তরাজ্যের বাৎসরিক জলসা আরম্ভ হতে চলেছে ইনশাআল্লাহ। জলসার প্রস্তুতির জন্য কয়েক সপ্তাহ পূর্ব হতে স্বেচ্ছাসেবী কর্মচারীগণ নিয়মিত হাদীকাতুল মেহদীতে যাচ্ছেন আর প্রচন্ড উদ্দম-উদ্দীপনার সাথে গত দশদিন থেকে খুদ্দামুল আহমদীয়া ও অন্যান্য কর্মীরা কাজ করছেন। জঙ্গলে গিয়ে জলসা অনুষ্ঠিত করা তার ব্যবস্থা নেওয়া সামান্য ব্যাপার নয় কিন্তু যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত স্বেচ্ছাসেবকগণ এমন দক্ষতার সাথে এই কাজ সম্পন্ন করেন যে এর উদাহরণ পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় না এবং কোন অন্য সংগঠনেও এটা দেখতে পাওয়া যায় না।

যাহোক এটিও আল্লাহতাআলার কৃপায় সেই প্রেরণা যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর বয়াতে আসার পর আল্লাহতাআলা যুবকদের ও কর্মচারীদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। বৃষ্টি হোক বা রৌদ্র এই যুবকেরা ঐ সম্পর্কে কোন ভ্রুক্ষেপ না করে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) প্রবর্তিত এই জলসার জন্য সর্বসময় নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছেন এবং প্রস্তুতি নিচ্ছেন এছাড়া জলসার দিনগুলিতে সহস্রাধিক অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবী কর্মচারী অতিথীদের সেবার জন্য ও জলসার ব্যবস্থাপনাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে নিজ সেবাপ্রদানের জন্য চলে আসবেন এবং তারপর সমাপ্তিকালে সব কাজ গুছিয়ে সমস্ত সাজসরঞ্জামকে সুরক্ষিত রাখার কাজ দীর্ঘদিন ধরে করবেন। এ সমস্ত কর্মীদের মধ্যে ইনশাআল্লাহ পুরুষও আছেন, যারা আসবেন তাদের মধ্যে মহিলাও আছেন, ছেলেরাও আছে ও মেয়েরাও আছে। বাচ্চা ও বৃদ্ধরাও আছে।

সুতরাং এই যে অসাধারণ প্রেরণা শুধুমাত্র হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর অতিথিদের জন্যই হয়ে থাকে যা কিনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) প্রতিষ্ঠিত জামাত ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এই পশ্চিমী দেশগুলি যেখানে সবাই পার্থিব আয়-উপার্জন ও জাগতিক স্বার্থের মাঝে পড়ে থাকাটাকেই ইল্লাহ্‌মাশাআল্লাহ সবকিছুর উপর প্রাথমিকতা দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আহমদী যুবকেরা বড় বিনয় ও নম্রতার সাথে স্বেচ্ছাচারী পরিসেবায় রত থাকেন। সুতরাং আমাদের জন্য আবশ্যক হোল আমরা যেন প্রতিনিয়ত এদের জন্য দোয়া করতে থাকি যে আল্লাহতাআলা যেখানে এদের সুষ্ঠুভাবে সেবা করার সুযোগ দিচ্ছেন সেখানে তাদেরকে যেন সমস্ত অশুভ ও মন্দ দুর্যোগ ও সকল কষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখেন।

এবার আমি প্রথাগতভাবে এবং প্রয়োজনও বটে যে আমি কর্মচারীদের জন্য অতিথিআপ্যায়ন বিষয়ক কিছু কথা বলি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে সমস্ত কর্মচারী যেভাবে আমি বলেছি যে, নিজের সমস্ত প্রচেষ্টা ও মনোযোগ সহকারে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর অতিথিদের সেবা করে থাকেন কিন্তু কিছু নবাগত ও সেই সকল বাচ্চারা যারা সর্বপ্রথম সেবার কাজে অংশ নিচ্ছে সাথে পুরানো কর্মচারী যারা আছেন তাদেরকে স্মরণ করানোর জন্যও জরুরী যে অতিথিআপ্যায়ন বিষয়ক ইসলামী শিক্ষা ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)এর জীবনাদর্শ এবং তাঁর নিবেদিত প্রাণ দাসের (হযরত মসীহ মাওউদ আঃ) কর্মপন্থা ও উপদেশাবলীকে সামনে রেখে তার পুনরাবৃত্তি করি যাতে অতিথি আপ্যায়নের আমরা ক্রমাগত উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করতে পারি। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে অতিথি আপ্যায়নের গুরুত্ব অবগত

করতে কোরআন করীমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)এর অতিথিদের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)এর নিকট অতিথি আসতেন তাঁর সর্ব প্রথম এবং তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া ছিল অতিথিকে সাদর সম্ভাষণ জানানো ও নিরাপত্তার দোয়া প্রদানের পর যা তিনি করেছেন তা হোল তাদের জন্য তাৎক্ষনিকভাবে খাবার প্রস্তুত করিয়েছেন; এরপর হযরত লুত (আঃ)এর অতিথিদের সম্পর্কে যা তাঁর উৎকণ্ঠা ও চিন্তা ছিল সে সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, আমার জাতির লোকেরা যেন অতিথিদের কষ্ট না দেয় এবং অতিথিদের নিরাপত্তার চিন্তা তাঁকে বিচলিত করে। তাই অতিথিদের কষ্ট সম্পর্কে সংবেদনশীল থাকা চাই এবং অতিথির কষ্ট মেজবানের (আমন্ত্রণকারী) অসম্মানের কারণ হয়ে থাকে তাও এথেকে শিক্ষা পাওয়া যায়। অর্থাৎ স্মরণ রাখা উচিৎ যে অতিথির অসুবিধা বা কষ্ট কোন এমন সামান্য বিষয় নয় যে তাকে শুধু বাহ্যিকভাবে হালকাভাবে নেওয়া যেতে পারে বরং এভাবে নেওয়া উচিৎ যে অতিথির কষ্ট আমন্ত্রণকারীর জন্য লজ্জা ও অসম্মানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য ইসলাম অতিথি সম্মানের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। আঁ হযরত (সাঃ)এর যে অসাধারণ গুণাবলী যা হযরত খাদিজা (রাঃ)-র চোখে পড়েছিল যার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন যে, খোদাতাআলা কিভাবে তাঁকে বিনষ্ট করতে পারেন, তাঁর মধ্যে তো অতিথিপরায়নতার গুণ সীমাতীক্রান্ত করেছিল আবার আঁ হযরত (সাঃ)এর জীবনে একটি, দুটি, পাঁচটি বা দশটি নয় সহস্রাধিক বরং তার চেয়ে বেশী দৃষ্টান্ত আছে যা কিনা এমন সব ঘটনাবলী যা সম্মান ও মর্যাদার এবং অতিথিপরায়নতার সীমাতীত পর্যায়ের উদাহরণ তিনি রেখে গেছেন এবং নিজ সাথী(সাহাবা) ও অনুগামীদেরও তিনি এ পদ্ধতি শেখান। সাহাবাদের (সাথীদের)ও এমন ঘটনাবলী আছে যা পাঠ করলে আশ্চর্য হতে হয় যে কিভাবে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করে তাঁরা অতিথিসৎকার করতেন আবার আল্লাহতাআলা কিভাবে তাঁদের আতিথেয়তার কাজে কল্যাণ(বরকত) দান করতেন ও উৎসাহ প্রদান ও সাধুবাদ জানাতেন। আঁ হযরত (সাঃ)এর রীতি ছিল যে যখন অধিক সংখ্যায় অতিথির আগমন হোত তখন তিনি সাহাবাদের মধ্যে অতিথি ভাগ করে দিতেন এবং নিজের ভাগেও কিছু অতিথি রাখতেন এবং তাদের আপ্যায়নের কাজ স্বয়ং সম্পাদন করতেন। একজন সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন তোয়াহা বলেন যে, আমি এক সময় এই অতিথিদের অন্তর্গত ছিলাম যখন আঁ হযরত (সাঃ)এর ভাগে পড়েছিলাম। তিনি (সাঃ) আমাদের নিজের সাথে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) কে সম্বোধন করে বললেন ঘরে খাবার জন্য কিছু আছে কিনা। তিনি (রাঃ) বললেন সামান্য কিছু 'হারি' রান্না করা আছে যা আমি আপনার জন্য রেখেছিলাম, সেদিন আঁ হযরত সাঃ উপবাস (রোজা) রেখেছিলেন তাই এই সামান্য খাবার তাঁর জন্য আফতারির উদ্দেশ্যে রাখা ছিল। যাইহোক তাঁর (সাঃ) এর নির্দেশে হযরত আয়েশা (রাঃ) খাবারটুকু একটি পাত্রে ঢেলে নিয়ে আসেন, তিনি (সাঃ) তা থেকে সামান্য নিলেন ও মুখে স্পর্শ করলেন হয়তো অর্ধেক গ্রাস নিয়েছিলেন বাকিটা অতিথিদের দিয়ে বললেন, বিসমিল্লাহ্ পড়ে খাওয়া আরম্ভ করতে এরপর তিনি (রাঃ) বলেন যে, আমরা ঐ খাবারটি এমনভাবে আহার করি যে খাবারের দিকে তাকাতাম না আর সকলেই ক্ষুধা নিবারণ করি। এরপর তিনি (সাঃ) জিজ্ঞাসা করেন যে পান করার জন্য কিছু আছে তো তা নিয়ে আসতে। তিনি (সাঃ) তা থেকে কিছুটা পান করে সাহাবাদের বললেন বিসমিল্লাহ পড়ে পান করতে। আমরা আবার এমনভাবে পান করা আরম্ভ করি যে কেউ পাত্রের ভিতর না তাকিয়েই সবাই তা পান করে পিপাসা নিবারণ করি।

তো এটাই ছিল তাঁর (সাঃ)এর অতিথিসৎকার। তিনি (সাঃ) খাওয়ানোর পূর্বে এজন্য তা মুখস্পর্শ করেছিলেন বা খেয়েছিলেন বলাটা ভুল হবে বরং চেখেছিলেন তিনি তা দোয়ার উদ্দেশ্যে মুখে স্পর্শ করেছিলেনমাত্র যাতে তাঁর দোয়ার কল্যাণে সামান্য খাবার সকল অতিথির জন্য পর্যাপ্ত হয়ে যায় আর এভাবে তা সম্পূর্ণতা লাভ করে। অনুরূপভাবে দোয়ার ফলে খাবারে বরকত বা কল্যাণ ও খাদ্য পর্যাপ্ত প্রমাণিত হওয়ার বহু ঘটনাবলী আছে যা হতে জানা যায় যে কিভাবে তাঁর অবশিষ্ট খাবার, স্বল্প খাবার দোয়ার ফলে অন্য সকলে সম্পূর্ণ তৃপ্তির সাথে ভরপেট খেতে পেরেছে। আবার কতক সময় অতিথিরা এমন কষ্টদায়ক পরিস্থিতিও সৃষ্টি করে দিত যার ফলে আমন্ত্রণকারীর ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘিত হোত, এমন পরিস্থিতিতেও আঁ হযরত (সাঃ) এর কত মহান ও বিস্ময়কর অনুকরণীয় আদর্শ দেখতে পাই। যার পরিণামে দেখা যায় যে, তাঁর (সাঃ) এর সাহাবাদের জীবনেও অতিথিদের জন্য ত্যাগ স্বীকারের ঘটনাবলী চোখে পড়ে। সে সমস্ত ঘটনাও নিজস্ব নিদর্শন স্থাপন করেছে তা যখনই পড়া হয় একটি নতুন স্বাদ পাওয়া যায় যে, একজন সাহাবী আঁ হযরত (সাঃ)এর অতিথির জন্য নিজের সন্তানদের তো ভুলিয়ে বুঝিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয় আর নিজেরাও ক্ষুধার্ত থেকে যায় পরন্তু অতিথিকে কোনও প্রকার পরিস্থিতির কথা অনুভব করতে দেয় না। পরদিন যখন সেই আনসারী হুযুর (সাঃ) এর নিকটে উপস্থিত হয় তো তিনি (সাঃ) মুচকি হেঁসে বললেন যে, তোমার অতিথিকে খাদ্য পরিবেশনের পরিকল্পনা এমন ছিল যে আল্লাহতাআলাও তা দেখে হেঁসেছেন। বস্তুত এই ধরনের আতিথেয়তা খোদাতাআলা এত পছন্দ করলেন যে তিনি আঁ হযরত (সাঃ)কেও সে সম্পর্কে জ্ঞাত করালেন। এই সাহাবীরা নিজস্ব

সত্তার বরং নিজের সন্তানসন্ততির উপর অতিথিদের প্রাধান্য দিতেন। নিশ্চিতরূপে এই সমস্ত লোকই আল্লাহ্‌তাআলার রাজা বা সন্তুষ্টিভাজন হয়ে উভয়-জগতের স্বচ্ছলতার উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। এ সমস্ত প্রেরণা বা ভাবাবেশ সাহাবাদের মাঝে আঁ হযরত (সাঃ) এর আদর্শ দেখে সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাঁর (সাঃ) এর শিক্ষা হতে সৃষ্টি হয়েছিল।

একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলা ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে সে ভাল কথা বলুক অথবা নীরব থাকুক, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলা ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে নিজ প্রতিবেশীকেও সম্মান করুক এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলা ও পরকালে বিশ্বাস রাখে তার উচিৎ অতিথির মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা। সুতরাং মোমিন হওয়ার এটিই মাপকাঠি। যাদের গৃহে অতিথির আগমন ঘটছে তাদেরও উচিৎ রাত্রে অনর্থক কথাবার্তায় সময় না কাটিয়ে অধিক থেকে অধিকতর সময় এই দিনগুলিতে আল্লাহ্‌তাআলা ও তাঁর রসূলের স্মরণে অতিবাহিত করা। পুণ্যের কথা বলা হোক ও পুণ্যের কথা শেখানো হোক এভাবে নিজ আত্মা ও স্বভাবকে উন্নত মানে উপনীত করুন এবং রাত হোক বা দিনের কোন অংশে কর্মবিরতির সময়ে অকর্মণ্য বসে না থেকে এবং বৃথা বাক্যালাপে সময় নষ্ট না করে গল্প গুজব না করে ধর্মীয় আলোচনা করুন যাতে অতিথিদের উপর এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। সাহাবা (রাঃ)গণ এ কথাটি বুঝেছিলেন যেখানে তাঁরা আগমনকারী প্রতিনিধিদের যাদের উদাহরণ আমি দিয়েছি তারা আতিথেয়তার কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তাদের সর্বত্তম আবাসনের ব্যবস্থা করেন, তাদের জন্য সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করেন, সেখানে অতিথিদের আধ্যাত্মিক, ধার্মিক ও শিক্ষাগত প্রয়োজনীয়তা পূরণের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন যাতে তারা নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে স্বজনদের উৎকৃষ্ট শিক্ষা দান করতে পারে এবং ইসলামের বার্তা যথাযথভাবে নিজ এলাকার লোকেদের কাছে পৌঁছাতে পারে।

আমাদের নিজাম বা ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা ও তবলীগের শাখা আছে যাতে দলগতভাবে কাজ করা হয়ে থাকে। রাত্রে সভা বা বৈঠক লাগানোও হয় কোনও কোনও জাতি ও শ্রেণীর মানুষের সাথে। সুতরাং নিকটজন ও অপরকে এই আধ্যাত্মিক খাদ্য খাওয়ানো সেবাপ্রদানকারীদের দায়িত্ব তাই এর ব্যবস্থাও সুষ্ঠুভাবে হওয়া চাই। সুতরাং কর্তব্যরতদের প্রত্যেককে এটিকে সামনে রাখা উচিৎ যে তাঁদের ব্যবহারিক আদর্শ ও তাঁদের কথাবার্তাও অতিথিপরায়নতার অংশ। শুধুমাত্র সেবা করাই নয় এই দিনগুলিতে এদিকেও মনোযোগ দেওয়া দরকার। এই যুগেও আঁ হযরত (সাঃ)এর নিবেদিত প্রাণ ও দাস হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে অতিথিআপ্যায়নের কিরূপ নিদর্শন দেখিয়েছেন ও কিরূপ শিক্ষা দিয়েছেন তারও কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করছি। অতিথির সম্মান ও মর্যাদার একটি ঘটনা আছে। একবার কাদিয়ানে আগত এক অতিথি যিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর দীক্ষার অন্তর্গতও ছিলেন অর্থাৎ একজন শিষ্যের সম্পর্কও ছিল আর এই ভক্তির আবেগে তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর পা টিপে দিতে লাগলেন। ইত্যোবসরে কক্ষের জানালাতে অথবা দরজায় এক হিন্দু বন্ধু কড়া নাড়ে। এই সাহাবী বলছেন যে তিনি উঠে জানালা খুলতে উদ্যত হলেন কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) খুব দ্রুততার সাথে উঠে গেলেন এবং দরজা খুলে দিলেন ও বললেন যে,- আপনি আমাদের অতিথি আর আঁ হযরত (সাঃ) এর উপদেশ এই যে অতিথির সম্মান রক্ষা করা আবশ্যক। এবার দেখুন এখানে দুটি ব্যাপার আছে, একটি হোল শিষ্য ও ভক্ত হওয়ার দরূণ তার বাসনায় পা টেপার অনুমতি তো দিলেন কিন্তু অপরদিকে অতিথির অধিকার রক্ষার্থে দ্বিতীয় অতিথির আপ্যায়নে স্বয়ং তাঁর গুরু ও অধিনায়কের (আঁ হযরত সাঃ) নির্দেশকে সম্মুখে রেখে গৃহাগত অতিথির সম্মান করলেন এবং পশ্চাদগত অতিথিরও সম্মান রক্ষার্থে স্বয়ং উঠে দরজা খুললেন।

আরেকটি ঘটনা যা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেছেন যে, একজন অতি সাধারণ ও নম্র প্রকৃতির আহমদী যাঁর নাম ছিল সেঠি গোলাম নবী যিনি পিন্ডিতে (পাকিস্তানের একটি জায়গা) দোকান চালাতেন হযরত বশীর আহমদ সাহেব বলছেন যে, তিনি তাঁকে বলেন যে,-একবার আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সাক্ষাতের জন্য কাদিয়ানে আসি। শীতকাল ছিল আর অল্প অল্প বৃষ্টিও হচ্ছিল আমি সন্ধ্যায় কাদিয়ানে পৌঁছলাম। রাত্রে যখন আমি খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ি, আর অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন কেউ আমার কক্ষের দরজাতে টোকা মারে। আমি উঠে দরজা খুলতেই সম্মুখে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে দন্ডায়মান পাই। এক হস্তে গরম দুধের ঘটি ছিল আর অপর হস্তে হেরিকেন ছিল। হুযুরকে দেখে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই কিন্তু হুযুর পরম স্নেহের সাথে বললেন যে, কোথাও হতে দুধ এসেছিল আমি ভাবলাম আপনাকে দিয়ে আসি। আপনি এই দুধ পান করে নেন, আপনার হয়তো এর অভ্যাস থাকতে পারে। সেঠি সাহেব বলতেন যে,- আমার চক্ষু হতে অশ্রু ঝরে পড়ে। সুবহানাল্লাহ কি সুন্দর ব্যবহার। খোদাতাআলার মনোনীত মসীহ নিজ দাসের সেবাতেও স্বাদ উপভোগ করছেন অথচ কষ্টও সহ্য করছেন।

কিছু বিশেষ অঞ্চলের লোকেদের জন্য তাদের রুচি অনুসারে মসীহ মাওউদ (আঃ) বিশেষ খাদ্যের ব্যবস্থা করাতেন। যদিও জলসার দিনগুলিতে ব্যবস্থাপনার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি একটি মাত্র খাদ্য প্রস্তুত করাতেন যাতে বেশী সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় এবং প্রত্যেকেই খাদ্যগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আজকাল তো আল্লাহ্‌তাআলার কৃপায় তাঁর জামাত ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকেও উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে গেছে আর স্বেচ্ছাসেবীও প্রচুর থাকে যারা উপাদান সরবরাহ করতে ও যোগান দিতে বৃহত্তর পরিসরেও অতি সহজেই ব্যবস্থা নিতে পারে তাই জলসার ব্যবস্থাপনার অধীনে একটি তো সাধারণ খাবারের ব্যবস্থা হয় দ্বিতীয়টি অ-আহমদীদের ও বিশেষ অঞ্চলের লোকেদের জন্য বা রোগীদের জন্য বিশেষ ধরনের খাদ্যের ব্যবস্থা রাখা হয় যা গ্রহণের জন্য কোন সময়ের বাধ্যবাধকতা নেই বা থাকাও উচিৎ নয়। কিছু মানুষ অকারণে এরূপ প্রশ্ন দাঁড় করায় যে কেন ভিন্ন ধরনের খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে বিশেষ লোকেদের জন্য, তাদেরকেও এ ব্যাপারে সহনশীলতা দেখানো উচিৎ।

আবার একবার তাঁর (আঃ) এর যুগে অতিথিরা সঠিকভাবে খাবার পেল না এবং ব্যবস্থাপকদের ত্রুটির কারণে তাদের যত্ন না নেওয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে সেই ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত করালেন যে কিছু অতিথির যত্ন নেওয়া হয়নি। যাহোক তিনি (আঃ) বললেন যে রাত্রে আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে অবগত করেছেন যে, গত রাত্রে অতিথিশালায় লোক দেখানো কাজ হয়েছে, ভেদাভেদ করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে যে সঠিকভাবে যত্নবান হয়নি এবং কাউকে খাবার দেওয়া হয়েছে যারা আপনজন ছিল আর কাউকে দেওয়া হয়নি অর্থাৎ সঠিকভাবে সেবা করা হয়নি। এরই ভিত্তিতে তিনি লঙ্গরখানার কর্মীদেরকে ছয় মাসকাল অবধি কর্মচ্যুত করার আদেশ দেন এবং শাস্তিও দেন যদিও তিনি কোমল হৃদয়ের ছিলেন তা সত্ত্বেও অতিথিসেবায় অবমাননা ও ত্রুটিবিচ্যুতি সহ্য করতে পারেননি তাই কর্মচারীদের শাস্তি দিলেন এবং লঙ্গরখানায় খাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা স্বয়ং উপস্থিত থেকে করালেন। সুতরাং অতিথিসেবা বিভাগকে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ। কোথাও কাউকে কোনও প্রকারের অসুবিধা না হয় যেন। অতিথিসেবা বিভাগ জলসা সালানার ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। বহু ব্যবস্থাপনা এমন আছে যা কিনা অতিথিসেবা বিভাগের অধিনস্ত ফলে এই বিভাগের কাজ যদি নিখুঁত ও সুষ্ঠুভাবে করা হয়ে থাকে তবে অন্যান্য বিভাগের কাজগুলি তো সাধারণ বিষয় যা আপনা হতেই সঠিকভাবে হয়ে যায়। অতিথিদের দাতব্য-চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করাও আতিথেয়তার অংশবিশেষ। সুতরাং জলসার আশি শতাংশ কাজ বরং আমি মনে করি এর চেয়েও অধিক কাজ তো সরাসরি অতিথিসেবার অন্তর্গত। সুতরাং প্রত্যেক কর্মচারীকে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে অতিথিসেবা শুধু তাদেরই কাজ নয় যাদের বুকে এ বিভাগের ব্যাজ লাগানো আছে বরং বুঝে নিতে হবে যে প্রায় সকল বিভাগই অতিথিসেবা বিভাগের অন্তর্ভূক্ত এবং অতিথিদের সুবিধাপ্রদান করা এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা এবং তাদের প্রত্যেক কষ্ট দূরীভূত করা প্রতিটি কর্মচারীর অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ্‌তাআলা সকল কর্মচারীকে সুষ্ঠুভাবে এই দায়িত্বপালন করতে ক্ষমতা দান করুন এবং জলসাও সর্বতভাবে কল্যাণমন্ডিত হোক। আজ ১৪ই আগষ্টও বটে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস, এই উপলক্ষ্যেও দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করাতে চাই। আল্লাহ্‌তাআলা পাকিস্তানকে প্রকৃত স্বাধীনতা দান করুন এবং স্বার্থপর নেতা ও সুবিধাবাদী ধর্মীয় পথ প্রদর্শক নেতাদের অপকর্ম হতে দেশকে রক্ষা করুন।

খুতবা জুমআর শেষে হুযুর আইঃ মোকাররাম রফিক আফতাব সাহেবের পুত্র কামাল আফতাব সাহেবের চারিত্রিক গুণাবলী ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁর জামাতের প্রতি সেবামূলক কাজ ও সৎ চরিত্রের বর্ণনা দেন যিনি ৭ই আগষ্ট ২০১৫ তারিখে লিউকোমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সাহাবী হযরত সেঠ আল্লাদাত্তা সাহেব এর প্রপৌত্র ছিলেন।

অনূরূপভাবে জার্মানীর মোকাররম মোসতাক আওয়ান সাহেবের পুত্র মোকাররম মাহমুদ নাইম আওয়ান সাহেব ৩৬ বছর বয়সে জামার্নীর রাইন নদীতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেন। সাথে তাঁর ১২ বছরের পুত্রেরও নদীতে ডুবে মৃত্যু হয়। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ হুযুর আনোয়ার মরহুমের সেবামূলক কাজের ও চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণনা করেন। তাঁদের জানাজা গায়েব পড়ানোর ঘোষণা দেন এবং দোয়া করেন আল্লাহ্‌তাআলা যেন তাঁদেরকে পদমর্যাদায় উন্নীত করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্যশক্তি ও সাহস দান করুন এবং বাচ্চারাও যেন আত্মনির্ভরশীল হয়ে যায়। আমীন